দৈনিক জনকণ্ঠ
AUG 10 2002
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানোই কি আমাদের অপরাধ?

এই লেখা পড়তে বসবার আগে, পাঠক, আপনি একবার পিছনে ফিরে তাকান। ভেবে দেখুন, ২৩ জুলাই গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের কথা শুনে কি আপনার শরীর বিন্দুমাত্র শিউরে উঠেছিল? ওই রাতের ঘটনায় আন্দোলনরত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের ওপর পুলিশ যখন বর্বর হামলা চালিয়েছিল তখন কি আপনার বুকটা একবারের জন্যও কেঁপে উঠেছিল? যখন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত দাবির মুখে পদত্যাগ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলঙ্ক' ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর তখন কি আপনি এতটুকুও আনন্দিত হয়েছিলেন? যদি হয়ে থাকেন, তবে সাবধান! কারণ, আপনার এসবের অধিকার নেই! দেশের সরকারপ্রধানদের মুখে বাকস্বাধীনতার বড় বড় বুলি উচ্চারিত হলেও আসলে এ দেশে আপনার-আমার কণ্ঠরোধে এগিয়ে আসবে সেই-ই, যার স্বার্থে আপনি আঘাত করবেন। সুপ্রিয় পাঠক, লেখা শুরুর হেঁয়ালি দেখে বিরক্ত হচ্ছেন? ভাবছেন, এসব অপ্রাসঙ্গিক? কিন্তু এ সবই যে প্রাসঙ্গিক! আর আমাদের শঙ্কাটাও যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পাবেন আমাদের এই লেখার পরবর্তী অংশগুলো একটু ধৈর্য ধরে পাঠ করলেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ৩১ জুলাই ঢাবির ঘটনার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাবি রিপোর্টার্স ইউনিটির ব্যানারে আমরা আয়োজন করেছিলাম মৌন মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচীর। আমাদের মৌন মিছিল ও সমাবেশ কর্মসূচীতে সেদিন সাংবাদিকদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছিলেন। একটি নজিরবিহীন বর্বর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে আমরা সেদিন সমবেত হয়েছিলাম একই পতাকাতলে। এ ঘটনারই জের ধরে গত ৪ আগস্ট রাবি প্রক্টর প্রফেসর নূরুল আবসার ক্যাম্পাসে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকের ৮ সাংবাদিককে পাঠান শোকজ নোটিস। নোটিসে বলা হয়, ওইদিন আমরা সমাবেশে যেসব বক্তব্য রেখেছি তা নাকি উস্কানিমূলক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রচলিত নিয়মের লঙ্ঘন, আইনশৃঙ্খলার পরিপন্থী এবং অপরাধমূলক কাজ। কি চমৎকার বক্তব্য! যে ন্যক্কারজনক ঘটনাটি নিয়ে সমগ্র দেশে নিন্দার ঝড় [illegible] গেছে, তার প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখলাম [illegible] গেল উস্কানিমূলক! ছাত্রঅধিকার সংক্রান্ত এ বক্তব্যকে যে প্রশাসন উস্কানিমূলক বলে আখ্যায়িত করতে পারে, তাদের লক্ষ্য কি প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নতির দিকে থাকে– এটাই এখন প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয়। আর ঢাবি ক্যাম্পাসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সাংবাদিক নির্বিশেষে সকলের ওপর পুলিশী ব্যাটন চালানের প্রতিবাদ জানানোটা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রচলিত নিয়মের লঙ্ঘন, আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী এবং অপরাধমূলক কাজ হয় তা হলে তো বাধ্য হয়ে বলতেই হয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন এটা জানেন না যে, ঢাবির সাবেক ভিসি নির্বিচারে সকলের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে অপরাধ করেছেন। যদি তা না হয় তা হলে আমরাই কি অপরাধী? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কাছে আমাদের প্রশ্ন– আমাদের অপরাধটা কি? ঢাবি ক্যাম্পাসে পুলিশী বুটের নিচে শিক্ষকদের ফেলে ব্যাটনের আঘাতে জর্জরিত করে দেবার দৃশ্য সহ্য করতে পারিনি এটা? নাকি আমাদের অপরাধ, ২৩ জুলাই গভীর রাতে পুলিশ ছাত্রী হলে অতর্কিত যে নির্যাতন চালায় তার প্রতিবাদ জানানো? নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনীর হাতে দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের নির্যাতিত হবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়েছিলাম–এটা অপরাধ? এসব যদি আমাদের অপরাধ হয় তা হলে আমরা সেসব অপরাধ মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। কিন্তু তা হলে রাবি প্রক্টরের কাছে আমাদের আরও একটি প্রশ্ন, আপনারা যদি আমাদের এ কর্মকাণ্ডকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করেন, তা হলে কি ছাত্র সমাজের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার কোন অধিকার আপনাদের আছে? আর যে অনুমতিহীনতার দোহাই দিয়ে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে সর্বাত্মক একটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা কতটুকু প্রযোজ্য তা কি একবারও ভেবে দেখেছেন?

এবার আমরা আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর প্রফেসর নূরুল আবসার সম্বন্ধে কিছু জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি প্রক্টরের পদে আসীন হন এবং তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মহলে বিতর্কিত হয়ে উঠেছেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে মিছিল সমাবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও পরীক্ষা শুরুর প্রথমদিনেই ১৩ জানুয়ারি সেই নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিছিল সমাবেশ করে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির। পরদিন এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন একাধিক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হবার পরও ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, তাদের ব্যাপারে প্রক্টর আর কোন উচ্চবাচ্যই করেননি। সেই সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ছাত্র সংগঠনগুলো আমার কথা না শুনলে আমার করার কি আছে? এ ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই আবারও প্রক্টর মহোদয় নিষেধাজ্ঞা কপচালেন বামপন্থী একটি ছাত্র সংগঠনের শান্তিপূর্ণ কার্টুন প্রদর্শনীতে। ২১ জানুয়ারি তিনি ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত তেল-গ্যাস-বন্দর ইজারা প্রদান ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কার্টুন প্রদর্শনীতে ছাত্রদল ক্যাডারদের (যাদের মধ্যে একাধিক বহিরাগতও ছিল) সাথে নিয়ে এলেন এবং অনুমতিহীনতার দোহাই দিয়ে পণ্ড করলেন তা। পরদিন এ প্রতিবেদনও একাধিক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। এ ঘটনায় প্রক্টর ক্ষুব্ধ হন রাবি ক্যাম্পাসে কর্মরত ওইসব দৈনিকের সাংবাদিকদের ওপর। এরপর চলতি বছরের ১৬ মে দর্ঘীদিন জটিলতায় বন্ধ থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের তালা ভেঙ্গে গভীররাতে প্রক্টরের উপস্থিতিতেই ক্লাবে ওঠে অবৈধ দখলদাররা। এরা সবাই ক্যাম্পাসে সাংবাদিক পরিচয়ের আড়ালে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের ক্যাডার বলে পরিচিত। এ ঘটনাও পরদিন পত্রিকায় তুলে ধরেন সাংবাদিকরা। সাংবাদিকদের প্রতি প্রক্টরের ক্ষোভের অনলে আরও একটু তুষ পড়ে।

এবার লক্ষ্য করুন, ঢাবির ঘটনার প্রতিবাদে আমরা সমাবেশ করলাম ৩১ জুলাই, আর আমাদের শোকজ ইস্যু করা হলো ৪ আগস্ট। কেন আগে নয়? কারণ এর মাঝে একটি বিশেষ ঘটনা আছে। ঘটনাটি হলো, ঢাবির ঘটনার প্রতিবাদে রাবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন কর্মসূচী ছিল ১ আগস্ট। ওইদিন মানববন্ধন কর্মসূচী চলাকালে সেখানে কিছু বহিরাগত সন্ত্রাসী ও ছাত্রদল ক্যাডারদের নিয়ে ভোজবাজির মতো হাজির হন প্রক্টর। সন্ত্রাসীদের হাতে প্রক্টরের সামনে লাঞ্ছিত হন সেখানে দায়িত্বপালনরত এক সাংবাদিক। পরদিন এ ঘটনার বিবরণও একাধিক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়। তার একদিন পরেই আমরা পেলাম এ শোকজ নোটিস। তা হলে কি প্রশাসন আমাদের শায়েস্তা করার জন্য অজুহাত খুঁজছিল? তাই খোঁড়া একটি অজুহাত পেয়ে সেটাকেই কাজে লাগিয়েছে? এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়, যখন দেখি শোকজপ্রাপ্ত আমাদের ৮ সাংবাদিকের মধ্যে দু'জন সাংবাদিক ওইদিন সমাবেশে বক্তব্যই রাখেননি। অথচ শোকজে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরাও নাকি উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন। কী হাস্যকর ব্যাপার! আর কত লোক হাসাবেন? আর কত নিজেদের ত্রুটি আড়াল করার চেষ্টা চালাবেন? এত দ্রুত ভুলে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা? এত দ্রুত ভুলে গেলেন হুমকি-নির্যাতন চালিয়ে সাংবাদিকদের কলম বন্ধ করা যায় না, কণ্ঠরোধ করা যায় না? সম্ভবত ভুলেই গেছেন রাবি প্রক্টর, হয়তবা অন্ধই হয়ে গেছেন একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের খপ্পরে পড়ে। কিন্তু প্রক্টর মহোদয়, অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে? আপনি যে হয়রানিমূলক শোকজ নোটিস দিয়ে আমাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, সেই শোকজ নোটিসের পথ ধরেই কিন্তু আপনার প্রকৃত রূপ বেরিয়ে আসবে একদিন। সে অপেক্ষাতেই রইলাম আমরা সবাই।

–মাহবুব আলম লাবলু, সমীর কুমার দে, শিবলী নোমান, মাজেদুল ইসলাম সুইট, জামিউল আহসান, আবু নোমান সজীব, আরিফ নওয়াজেশ ও শফিকুল ইসলাম